যুগান্তর

তারিখ 20 OCT 2007
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

নতুন পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষা ২০১০ সাল থেকে

শুরু হবে মার্চের বদলে ২৮ ফেব্রুয়ারি

মুসতাক আহমদ

নতুন পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষা হবে ২০১০ সাল থেকে। ওই বছর থেকে পরীক্ষার সময়সূচিও স্থায়ীভাবে পরিবর্তিত হয়ে মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের পরিবর্তে ১ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে পরীক্ষা। ২০১০ সালে নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণের যে প্রস্তুতি চলছে, তারই অংশ হিসেবে বর্তমানে চলছে সহকারী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া। ডিসেম্বরের মধ্যে গোটা কাজ শেষ হবে বলে জানিয়েছেন মাধ্যমিক শিক্ষাখাত উন্নয়ন প্রকল্প (এসইএসডিপি) পরিচালক আফজালুর রহমান। প্রস্তাবিত এই নতুন পদ্ধতিতে কাঠামোগত ও বহু নির্বাচনী প্রশ্নপত্রে এসএসসি পরীক্ষা নেয়া হবে। এর আগে ২০০৯ সাল থেকে নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়ার ঘোষণা দেয়ার পরে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কারণে সরকার পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত নেয়। এটি কার্যকর হলে বর্তমানে যারা অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছে, তারা নতুন

পরীক্ষা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৬

পরীক্ষা : এসএসসি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষা দেবে। আগভাগে ঘোষণা আসায় শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রস্তুত করার সুযোগ পাচ্ছে।

পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারসহ মাধ্যমিক স্তরে আরও চারটি সংস্কারকে সামনে রেখে চলতি শিক্ষাবর্ষে এসইএসডিপি নামে ৯৭৩ কোটি টাকার একটি প্রকল্প শুরু হয়। এই প্রকল্পটি মূলত ২০০৩ সালে শুরু হওয়া মাধ্যমিক শিক্ষাখাত মনোন্নয়ন প্রকল্পেরই (সেসিপ) ধারাবাহিকতা। প্রকল্পের অন্য চারটি বিষয়ও সংস্কারকেন্দ্রিক। এগুলো হচ্ছে— শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন ও ছাত্রী উপবৃত্তি, একমুখী শিক্ষা, বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি (এসবিএ) এবং পাঠ্যপুস্তকের বেসরকারিকরণ।

২০০৯ সালের এসএসসি পরীক্ষাকে সামনে রেখে গত ৬ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের প্রজ্ঞাপন জারি করে। তখন এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকরা যেমন ক্ষুব্ধ হন, তেমনি শিক্ষকরাও এটি ভালোভাবে নেয়নি। যার প্রকাশ ঘটে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরকে (মাউশি) উকিল নোটিশ দেয়ার মাধ্যমে। শিক্ষকরাও পরোক্ষভাবে অভিভাবক-শিক্ষার্থীদের পক্ষে অবস্থান নেন। তখন এ বিষয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরী হস্তক্ষেপ করেন এবং ২০০৯ সালের পরিবর্তে ২০১০ সাল থেকে নতুন পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষার কথা ঘোষণা করা হয়।

নতুন পদ্ধতিটি কি

এসইএসডিপি পরিচালক আফজালুর রহমান জানান, এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মুখস্থনির্ভর জ্ঞান থেকে শিক্ষার্থীদের বের করে এনে সৃজনশীল করে গড়ে তোলা। যাতে তারা জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতাভিত্তিক মেধা দিয়ে পরীক্ষায় উত্তর দিতে পারে। এই পদ্ধতিতে কেবল মুখস্থবিদ্যায় পরীক্ষায় উত্তরণ ঘটবে না। বর্তমান পদ্ধতিতে ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক ও ৫০ নম্বরের রচনামূলক প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। নতুন নিয়ম অনুযায়ী ৫০ নম্বরের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত প্রশ্ন, ব্যাখ্যা ও রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে ৬০ শতাংশ নম্বরের হবে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন হবে ৪০ শতাংশ নম্বরের। ৬০ নম্বরের প্রতিটি প্রশ্নে ক, খ, গ, ঘ ক্রমিকে চারটি আলাদা প্রশ্ন থাকবে। এর মান হবে পর্যায়ক্রমে ১, ২, ৩, ৪ অর্থাৎ মোট ১০ নম্বর। একটি প্রশ্নের অধীনে চারটি প্রশ্ন করে আট ধরনের দক্ষতা যাচাই করা হবে। পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, কৃষিশিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও কম্পিউটার শিক্ষার মতো বিষয়ে ৪০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। তবে পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকবে ৩৫ নম্বরের। বাকি নম্বর ব্যবহারিকে থাকবে। কম্পিউটার শিক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক ৩০ এবং কৃষি শিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে থাকবে ২৫ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন। এতে নৈর্ব্যক্তিকের নম্বর কমার পাশাপাশি উত্তরদানের সময়ও কমেছে। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য ১ মিনিট করে প্রশ্নের মান অনুযায়ী সময় দেয়া হবে। যে সব বিষয়ের রচনামূলক পরীক্ষা ৬০ নম্বরের হবে, সে সব বিষয়ে মোট নয়টি প্রশ্ন থাকবে। ৪০ নম্বরের প্রশ্নে থাকবে ছয়টি। নয়টির মধ্যে ছয়টি এবং ছয়টির মধ্যে চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

আর পেছাতে হবে না

প্রস্তাবিত সংস্কারের জন্য আগেভাগে শিক্ষকদে প্রস্তুত করতে হবে। এজন্য তাদের প্রশিক্ষ দেয়া জরুরি। গত জুন মাসে সরকার এ সংস্কারের ঘোষণা দিয়ে আবার পিছিয়ে যাওয়া যে দুটি কারণ রয়েছে, তার অন্যতম শিক্ষ প্রশিক্ষণ। বর্তমানে এই পর্ব চলছে। প্র পরিচালক আফজালুর রহমান জানান, আড় লাখ শিক্ষকের মধ্যে এখন এক লাখ শিক্ষক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। গত ৮ জুলাই প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রথম ধাপে ঢাকার গভর্নমে ল্যাবরেটরি স্কুলে ঢাকা ও রাজশাহী অঞ্চলে ৩শ' প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ১৪ জুল কুমিল্লা ও খুলনায় আরও সাড়ে ৪শ' প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পরে তারা সারাদেশে লক্ষাধিক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।

সময়সূচি পরিবর্তন

আগামী বছর ২৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হ এসএসসি পরীক্ষা। ২০১০ সাল থেকে স্থায়ীভা ১ ফেব্রুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষ শেষে দু'মাসের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে ফল ২০০৮ সালের পরীক্ষার ফল ৮ জুন প্রকাশ ক হবে। ২০০৯ সালের এসএসসি ও সমমা পরীক্ষা ১৫ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে। যার ফ প্রকাশ হবে ২৫ মে। ২০১০ সাল থেকে ফেব্রুয়ারি এই পরীক্ষা শুরু হবে। ১০ মে ফ প্রকাশ করতে হবে। এছাড়া স্কুলের লেখাপড় আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতের লক্ষে শিগগিরই ই-লার্নিং চালু হচ্ছে বলে জানা গেছে এ লক্ষ্যে ২০ স্কুলে পাইলট প্রোগ্রাম শুরু হবে। জানা গেছে, স্কুলের শিক্ষা সংস্কারের পর শুরু হবে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার। এরই অংশ হিসেবে মাদ্রাসা ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি বা এমবিএ চালু হবে। পরে মাদ্রাসার দাখিলের পরীক্ষা পদ্ধতিতে সংস্কার আনা হবে। সূত্র জানায়, এমবিএ চালুর লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ৩০টি মাদ্রাসায় পাইলট প্রোগ্রাম শুরু হবে। এ লক্ষ্যে কনসালট্যান্ট নিয়োগ, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ আনুষঙ্গিক কাজ শিগগিরই শুরু হবে। প্রকল্প পরিচালক জানান, ই-লার্নিংয়ের জন্য স্কুল এবং এমবিএ'র জন্য মাদ্রাসা বাছাইয়ের কাজ চলছে। সারাদেশ থেকে এই স্কুল-মাদ্রাসা নির্বাচন করা হবে।